মাণিকলাল সাহা

ভারত পরিচায়নে 'ভারতের চিঠি-পার্ল বাক্'কে : অদ্বৈত মল্লবর্মণ

একজন মার্কিন ঔপন্যাসিক পার্ল এস বাক্। 'দি গুড আর্থ' (১৯৩১) চীন সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাস রচনার জন্য তিনি নোবেল লাভ করেন ১৯৩৮ সালে। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী বিশ্লেষণমুখী লেখিকা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-৫১) লেখিকার বাস্তববোধকে খণ্ডন করে তুলে ধরেন ভারতের নির্মম চিত্রকল্প। বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনার বিরুদ্ধে মানবজাতির বিকাশকালে কিছু স্থবিরতা দানা বাঁধে। ঘিরে বসে নানা সমস্যা; সম্পর্ক মধুর থেকে তিক্ততা প্রাপ্ত হয়। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে উপড়ে নিয়ে বঙ্গদেশে একজন কথাসাহিত্যিক নিজের রচনাকর্মকে কীভাবে গড়ে তুলে তাতে বাস্তব জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তোলেন তারই সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করব 'ভারতের চিঠি—পার্ল বাক্কে' (১৯৪৩) রচনাকর্মের মধ্যে।

অদ্বৈতের লেখার পরিমাণ বেশি না হলেও 'ভারতের চিঠি'ই ছিল তাঁর প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটির সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'বিশ্ববাণী'তে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। প্রথম প্রকাশের সোঁদা গন্ধ যেভাবে একজন নতুন যুবক ঘ্রাণ নিয়ে থাকে—আলোচ্য লেখাতেও তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 'তিতাস' এর ইতিহাসবোধ যেভাবে পরোক্ষরূপে কাজ করে আমাদের জীবনে, 'ভারতের চিঠি' ততটাই প্রত্যক্ষবিহারী। অসাধারণ মানবিকতার দলিল 'ভারতের চিঠি' এই গ্রন্থ সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন—অদ্বৈত মল্লবর্মণের অন্য একটি রিপোর্টাজ জাতীয় রচনা 'ভারতের চিঠি—পার্ল বাক্কে' তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রঞ্জিৎ দত্ত তথা রেণুবাবুকে। তিনি ছিলেন বেঙ্গল ইমিউনিটির অধ্যক্ষ।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অনেক নারীই পেয়েছেন। পার্ল বাক্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন কারণ স্বরূপ তিনি জানিয়েছেন—

> তুমি যাদের সৃষ্টি করেছ, তারা একটা মহাজাতির এক একজন প্রতিনিধি। তাদের সৃষ্টি যদি মহৎ, তো তোমার সৃষ্টি মহত্তর। তাদের সৃষ্টি মনন-কেন্দ্রিক-ব্যক্তি বা সমাজকেন্দ্রিক বলতে পারো, আর তোমার সৃষ্টি একটা মহাজাতির আত্মকেন্দ্রিক। তুমি তাদের থেকে পৃথক।[১]

পার্ল বাক্কে দিদি বলে সম্বোধন করে জানিয়েছেন তাঁর কৃতিত্বের কথা। ভিতরে তিনি মার্কিন রক্তের হয়েও প্রতীচ্যের শুভ্রতার নির্ভেজাল উপহার বা পারিতোষিক তাঁর মনকে বেঁধে রাখতে

পারেনি; নিঃস্ব অমার্জিত চৈনিক জীবন তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। শুধু খ্যাতির লোভ নয় তার উপরেও অনেককিছু ছিল তাঁর মনে; যেসব কিছু অদ্বৈত উপলব্ধি করেছিলেন এবং অন্যান্যদের থেকে তাঁকে আলাদা আসনে বসিয়েছিলেন।

পার্ল বাক্-এর স্বাতন্ত্র্য তুলে আনতে গিয়ে লেখক জানান—

তুমি মেয়ে হয়ে মেয়ের কাজ সমাধা করেই ক্ষান্ত হওনি, পুরুষের কাজও করে যাচ্ছো। এইখানেই তোমার স্বাতন্ত্র্য।[২]

পার্ল বাক্-এর লেখনী বিষয়ে অদ্বৈত দেখিয়েছেন তাঁর লেখনী যে মানুষগুলিকে সৃষ্টি করেছে, ঘটনাবর্তের মাঝে তারা নিরুপায় তাদের দৈন্য আছে, ঈর্ষা আছে, সুখ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। সকল ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে বেঁচে থাকার দুর্বার প্রচেষ্টা আছে। বলতে গেলে তাদের জীবন আছে তারা মানুষ; দেবতার মতো সহজলভ্য সুখ পাওয়ার কল্পনা বিলাস তাদের চোখে স্বপ্নেও কোনোদিন ধরা দেয়নি। তারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; প্রাকৃতিক প্রতিকুলতার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করে করে বহু যুগের অভ্যাসের দরুন আপনা থেকেই তারা কঠিন হয়ে উঠেছে। নিত্যদিনের আঘাত তাদের ঘাতক বুকে আতঙ্কের সৃষ্টি করে না। লেখক অনুভব করেছেন—এই সাধারণ মানুষেরা যেন একখণ্ড ভূমিও হাতছাড়া করে না, কারণ পার্ল বাক্ই তাদের প্রতীতিকে দৃঢ়তর করেছিলেন এবং স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন নূতন দিনের আলো অবশ্যই আসবে।

পার্ল বাক্ এর ব্যক্তিত্ব বিষয়ে লেখক জানান কায়েমী স্বার্থ মানুষ সৃষ্টি করে কিন্তু তিনি সৃষ্ট মানুষগুলির ভবিষ্যৎ সংগ্রাম করার কথা বলেছেন যা অন্য কেউ এই ভাবনাকে কল্পনায়ও আনতে পারেনি।

পার্ল বাক্-এর চিন্তাজগতের সঙ্গে ভারতবাসীর চিন্তা জগতের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—মানুষের বা জাতির উপর মানুষের বা জাতির জোর করে কর্তৃত্ব করা এবং সে কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে বর্বরতা বললে যদি তিনি ব্যথা পান, তাহলে তাদের কাছে ও-বস্তুটিকে বর্বরতা না বলে সভ্যতাই না হয় লেখক বলবেন।

পার্ল বাক্-এর রচনাকর্মের মূল বক্তব্য বিষয়কে তুলে আনতে গিয়ে লেখক নিপুণ পাঠ দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তাঁর রচনায় উঠে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আবহ; সেখানে বিভিন্ন দেশের কায়েমী স্বার্থ তথা ধনতন্ত্রের বীজ কীভাবে সমগ্র দেশের অন্তরে বিচরণ করেছে তার চিত্র লেখক প্রত্যক্ষভাবে দেখে উপলব্ধি করেছেন। পাশাপাশি তিনি অনুভব করেছেন মানুষ পরিণত হয়েছে কলের পুতুলে। কেউ এই সময়পর্ব থেকে প্রাণ পেয়েছে আর তারা কৌলিন্য ও মর্যাদার নিকট দম-দেওয়া কলের প্রচেষ্টাকে বারবার প্রতিহত করেছে।

লেখক জানিয়েছেন বর্তমান জগতে সমগ্রভাবে চিন্তার পরিবর্তন আনাই আজকের দিনের সর্বাগ্রগণ্য কাজ হবে। প্রত্যেকের পরিকল্পনাই যদি নিজের দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধির যুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে বাইরের জগৎ তাকে গ্রহণ করবে কেন? আরও জানিয়েছেন যুদ্ধ যুগের বৈজ্ঞানিক মন অস্ত্রের কারখানায় বন্দি; ধ্যানী,

রসিক ও শিল্পী মন প্রচারের ফন্দি ফিকিরের ধূর্ত অন্বেষী। এর মধ্যে মানুষের যুক্তিশীল মনের পাদমূলে ভূমিস্পর্শ লাভের সুযোগ হয়তো থাকে না।

হৃদয় দিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করতে গিয়ে লেখক দেখেন আত্মিক বলে বলীয়ান এশিয়ার ন্যায় একটি মর্যাদা সম্পন্ন গোটা মহাদেশ প্রাচ্যের ধার করা আত্মবিস্তৃতিবাদদুষ্ট একটা রাষ্ট্রের পাশব শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে না। ভাবলোকে আত্মপ্রসারের ইঙ্গিত প্রাচ্যের ঐশীবাণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আত্মপ্রসারের বস্তুতান্ত্রিক দিকটা পাশ্চাত্য থেকেই ধার করা বস্তু। এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে এশিয়া তার আত্মিক মরণ ডেকে আনতে পারে না বলে লেখক অনুভব করেন।

বিশ্ব ডামাডোলে ভারতবর্ষের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জানান—ভারত নানা দেশের যতসব অত্যাচারিতের দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যাকে নিজের বুকের মাঝেই অনুভব করে, ওই চীন-রাশিয়া-স্পেন দেশের লক্ষ কিন্তু ততটা ভারতের দিকে নেই। স্বাধীন চীনও পরাধীন ভারতকে দুটো মৃদু সহানুভূতির বাণী দেওয়া ছাড়া ভারত সম্পর্কে আর কিছু করেনি। তাই লেখক জানান দুনিয়ার সাম্যবাদও যথার্থ পথে চলছে না।

আধুনিক জগৎ মানুষের প্রাণের দাম দেয় না। লক্ষ লক্ষ আর্তজনার প্রতিবাদ মানে না, কোটি কোটি নিরন্নের হাহাকারে কর্ণপাত করে না। বুদ্ধির জগৎকে পঙ্গু করে দিয়ে কোটি মানুষের বুকের উপর দিয়ে সে তার আদর্শের রথ চালিয়ে নেবেই। এ বিষয়ে পার্ল বাক্-এর মুখে মৃদু প্রতিবাদ শোনা যায় কিন্তু সে প্রতিবাদ এত অস্পষ্ট যে, বেশি দূর থেকে ভালো করে শোনাই যায় না। তাই লেখক পার্ল বাক্‌কে মনে রাখতে বলেছেন—

> মনে রেখো রাষ্ট্রের হাতে নিগৃহীত না হওয়া মানুষের প্রাথমিক অধিকার হওয়া উচিত।[৩]

পার্ল বাক্ রচিত উপন্যাসের পটভূমি চীন—চীনের দরিদ্র কৃষক সাধারণ, শ্রমশীল মানুষ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাই এই বইতে পার্ল বাক্‌কে সামনে রেখে চেয়েছেন ভারত সম্পর্কে তেমনি কোনো লেখা তিনি কেন লিখছেন না তা জানতে। রচনাটির শেষ পাদে এসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এক গভীর বিষয় আমাদের সামনে তুলে এনেছেন—চিন্তা নিয়ন্ত্রণকারী লেখনী সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা এই তিনটি কথাকে মুক্ত কণ্ঠে প্রচার গৌরব থেকে যেন বঞ্চিত না করা হয় এবং একটিকেও যেন বলি দেওয়া না হয় দেবতারূপী দানবের পাদমূলে।

তথ্যসূত্র

১. 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র'—সম্পাদনা অচিন্ত্য বিশ্বাস, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পৃ.৫৬৩
২. ওই, পৃ.৫৬৩
৩. ওই, পৃ.৫৮০

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র'—সম্পাদনা অচিন্ত্য বিশ্বাস, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০
২. 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ'—তপোধীর ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০মে,

২০০০
৩. 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'—(বিংশ খণ্ড), অচিন্ত্য বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ-১৪১১
৪. 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার'—বিমল চক্রবর্তী, অক্ষর পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০১২।